



১৯ ফাল্গুন ১৪৩২

DU in Media

04 March 2026

আজকালের খবর



ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে বাঙালি

● নিজস্ব প্রতিবেদক

স্বাধীনতার দাবিতে উত্তাল, অগ্নিগর্ভ পুরো বাংলাদেশ। দেশ মাতৃকাকে হানাদারমুক্ত করতে সবাই রাজপথে। চলছে লাগাতার হরতাল। 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো' শ্লোগানে শ্লোগানে প্রকম্পিত শহর-বন্দর-গ্রামগঞ্জ। অহিংস আন্দোলন-সঙ্ঘামে নয়, সশস্ত্র সংগ্রামেই একমাত্র মুক্তির পথ, এটা বুঝতে বাঙালি জাতির বাকি রইল না। তাই আন্দোলনের পাশাপাশি সারাদেশেই গোপনে চলে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি। ১৯৭১ সালের অগ্নিবরা মার্চের চার তারিখ ছিল দেশব্যাপী লাগাতার হরতালের তৃতীয় দিন। তবে এই দিন পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হরতাল ছিল আট ঘণ্টার। হোহ-কোচে বন্ধিত শোষিত বাঙালি তখন ক্রমেই ফুঁসে উঠছিল ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে। বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলন নস্যাতে কাঁচ দিয়েছে সামরিক জাঙ্ঘারা সাহসী বীর বাঙালিদের যত্নে আটকে রাখতে না পেরে গোপনে অস্ত্র ধাকে নিম্ন ও নিষ্ঠুরভাবে বাঙালি নিধনের। যার প্রতিবাদে ঢাকাসহ সারাদেশেই গঠন হতে থাকে সঙ্ঘাম কমিটি। অন্যদিকে যুব ও ছাত্র নেতারা গোপনে নানা স্থান থেকে অস্ত্র সংগ্রহে অভিযান চালাতে থাকেন বেশ জোরেপোরেই। একাত্তরের এই দিনে অর্থাৎ ৪ মার্চ, ১৯৭১ স্ত্র বাঙালির মিছিলে মিছিলে ধান্দাঘো ড্রোগ্যানে উজ্জ্বলিত ছিল সারাদেশ। প্রধান শ্লোগান ছিল- 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'জোয়ার আমার তিকানা, পছ-সেছনা-হমুনা', 'জোয়ার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ' ইত্যাদি। একাত্তরের উত্তাল, ঝড়োবিস্ফুল্ল বাংলাদেশে এই দিনটিতে সারাদেশের সকল পাড়া, গ্রাম, মহল্লায় সঙ্ঘাম ভূমিটির পাশাপাশি শান্তি-শুশ্রূষা রক্ষা কমিটি এবং খেজাসেবক বাহিনী গঠনের আহ্বান জানানো হয়। এর উদ্যোক্তা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইকবাল হলের (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ক্যান্টিনে স্থাপন করা হয় ছাত্রদের যোগাযোগ কেন্দ্র। একাত্তরের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত একটি জনসভাতেও স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। সভাতে বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলন কেন যেমে না থাকে সেজন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমি মরে গেলেও সাত কোটি মানুষ দেখবে দেশ স্বাধীকার স্বাধীন হয়েছে। আমি যদি নাও থাকি আন্দোলন যেন যেমে না থাকে। একাত্তরের আজকের এই দিনে দৈনিক ইত্তেফাক এবং আজাদে জনসভার বিস্তারিত ছাড়া হয়। পুরো বাঙালি জাতি স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ করতে গোপনে প্রস্তুতি নিতে থাকে।



১৯ ফাল্গুন ১৪৩২

DU in Media

04 March 2026

বাংলাদেশ প্রতিদিন



ঋতুরাজ বসন্তকে স্বাগত জানাতে গাছে গাছে ফুটেছে পলাশ ফুল। আগুনরাঙা এ পলাশ রোদের আলোয় হয়ে উঠেছে আরও উজ্জ্বল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের ছবি —বাংলাদেশ প্রতিদিন